একটি অসম অতিমারি

কমিউনিটি ও সিভিল সোসাইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ ও সম্যক ধারণা

সারসংক্ষেপ

এই প্রতিবেদন প্রসঙ্গে

কমিউনিটি ও সিভিল সোসাইটি (সিএসও) যেসব তথ্য-উপাত্ত তৈরি করে তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করে The Civil Society Collaborative on Inclusive COVID-19 [কোভিড-১৯-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক উপাত্তের ব্যাপারে সিভিল সোসাইটি সহযোগিতা]। এই যৌথ উদ্যোগের লক্ষ্য হলো কোভিড-১৯ অতিমারি কীভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তারা কীভাবে এটি মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি করা।

করোনাকালীন চ্যালেঞ্জিং সময়ে, বিভিন্ন কমিউনিটি ও সংস্থার সময় ও সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফলে এই যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। যেসব ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও কমিউনিটি উদারভাবে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এই গবেষণা প্রতিবেদন তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই যৌথ উদ্যোগে ২০টিরও বেশি সিএসও জড়িত, যারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে ও তাদের সাথে কাজ করে। এদের মধ্যে রয়েছে: জাতিগত সংখ্যালঘু; দলিত; আদিবাসী; অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি; সমকামী, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার ও ইন্টারসেক্স; অভিবাসী; বয়স্ক ব্যক্তি; প্রতিবন্ধী; শরণার্থী; ধর্মীয় সংখ্যালঘু; পথশিশু; বৈধ কাগজপত্রবিহীন লোক; নারী ও মেয়ে; এবং যুব জনগোষ্ঠী।

এই উদ্যোগে যৌথভাবে সাচীবিক দায়িত্ব পালন করে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, জিপিএসডিডি (Global Partnership for Sustainable Development Data-GPSDD) এবং ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সোসাইটি সেন্টার, আইসিএসসি (International Civil Society Centre-ICSC)। যার ফলে GPSDD-এর ইনক্লুসিভ ডেটা চার্টার (Inclusive Data Charter) এবং ICSC-এর লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড পার্টনারশিপ (Leave No One Behind Partnership)-এর মতো দুই নেটওয়ার্ক অংশীদারের ভূমিকা পালন করেছে।

2021 জুলাই প্রকাশিত

সারসংক্ষেপ

প্রান্তিক মানুষেরা কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে: পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের প্রকৃত সহায়তা (খাবার সহ) প্রদান করেছে, পারস্পরিক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, এবং বিভিন্ন প্রকার তথ্য আদান-প্রদান করেছে। প্রান্তিক মানুষেরা অতিমারির নানা প্রভাবের সাথে মানিয়ে নিয়ে বিকল্প আয়ের উৎস খোঁজাসহ নানা উপায়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন কমিউনিটি প্রচেষ্টার বিপরীতে, কোভিড-১৯-কেন্দ্রিক সরকারি উদ্যোগগুলোতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রায়শই উপেক্ষিত থেকেছে বা বাদ পড়ে গেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ও ব্যবহৃত তথ্যে যে যথেষ্ট ফাঁকফোকর ও পক্ষপাতিত্ব আছে তা উন্মোচন করে দিয়েছে এই অতিমারি। তথ্যগত এসব ফাঁকফোকরে অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী 'বাদ' পড়ে যায়, এর ফলে এই সকল জনগোষ্ঠী সরকারি উদ্যোগ থেকেও বাদ পড়ে যায়। আমাদের সমাজের বিদ্যমান কাঠামোগত অসমতার কারণে অতিমারির প্রভাব তুলনামূলকভাবে প্রান্তিক মানুষের ওপর বেশি পড়েছে।

কোভিড -১৯ অতিমারির ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব এবং সেইসাথে এই নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে এসব কমিউনিটি যে সকল কৌশল গ্রহণ করেছে তা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিটি ও সিভিল সোসাইটি সংস্থা (সিএসও)-কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য সরকারি তথ্যে উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দৃশ্যমান করার মাধ্যমে তাদের পরিস্থিতি ও তা মোকাবেলা কৌশলের উন্নতি ঘটাতে পারে।

কোভিড-১৯ অতিমারির অসম প্রভাব বুঝতে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় সে লক্ষ্যে কতগুলো সিএসও মিলে সিভিল সোসাইটি কোলাবোরেটিভ অন ইনক্লুসিভ কোভিড-১৯ ডেটা (Civil Society Collaborative on Inclusive COVID-19 Data) গঠন করেছে। কমিউনিটিগুলোর পাশাপাশি কাজ করা এই যৌথ উদ্যোগ মূলত আরো ভালো ও সামগ্রিক পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ করে, যা প্রান্তিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে কমিউনিটি ও সিএসও এর ডেটা ব্যবহার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিটির সহযোগিতায় এই যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব এবং তারা নিজেরা কীভাবে এসব মোকাবেলা করছে সেটার একটি পরিষ্কার চিত্র এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাঁচটি সাধারণ সমস্যা ও তার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলো হলো: স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, আয় ও জীবিকা, খাদ্য অনিরাপত্তা, শিক্ষা, এবং সহিংসতা, নিপীড়ন ও বৈষম্য।

কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যে বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে তার সামগ্রিক চিত্র প্রদান করা, কিংবা কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের পদক্ষেপের জোরালো সমালোচনা করা এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নয়। অধিকন্তু, কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার পথ যাতে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় তার জন্য কমিউনিটি এবং সিএসও থেকে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করার ওপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, এবং এই ধরনের তথ্য-উপাত্তের গুরুত্ব উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদন থেকে পাওয়া সম্যক ধারণা তুলে ধরে যে, এই অতিমারিকালে প্রান্তিকীকরণের মধ্য দিয়ে যাওয়া কমিউনিটির চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে সরকারি তথ্য অপ্রতুল। এই প্রতিবেদন থেকে আরো ধারণা পাওয়া যায় যে প্রান্তিকীকরণের শিকার হওয়া জনগোষ্ঠীকে কত বড় প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পর্যাপ্ত সহযোগিতা ছাড়াই।

কমিউনিটির কণ্ঠস্বর

চারজন কমিউনিটি কর্মী অতিমারির প্রভাব, কমিউনিটির উদ্যোগ এবং এই প্রতিবেদন নিয়ে তাদের প্রত্যাশাসমূহ নিজের ভাষায় তুলে ধরেছেন।

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর ভিলা দো ভিন্টাম ফাভেলার বাসিন্দা, ২৪ বছর বয়সী আইনজীবী ড্যানিয়েল ক্যালার্কো বলেন:

"টেকসই পুনর্নির্মাণের জন্য, প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে এই অতিমারি কীভাবে আমাদের কমিউনিটি এবং তাদের ভবিষ্যতের অগ্রাধিকারের ওপর প্রভাব ফেলেছে। সঠিক তথ্য-উপাত্ত থাকলেই আমরা তা জানতে পারি। আর সেই তথ্য-উপাত্তকে হতে হবে ইন্টারসেকশনাল [আন্তঃসংযোগসমৃদ্ধ], সেই সাথে যা স্থানীয় জ্ঞানকে মূল্যায়ন করে, গুরুত্ব দেয়। সেই তথ্য-উপাত্ত কমিউনিটিকে সাথে নিয়ে নিরাপদে সংগৃহীত ও তদারককৃত, এবং যার অপব্যবহার থেকে কমিউনিটি সুরক্ষিত থাকে। জাতীয় তথ্য কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের এমন দৃঢ় অংশীদারিত্বের প্রয়োজন যার ভিত্তি হবে আস্থা ও জবাবদিহিতা। শক্তিশালী ও আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য সংগ্রহ, সামাজিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং পুর্নগঠন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে কমিউনিটির ভূমিকা থাকা প্রয়োজন ।"

যুবদের নেতৃত্বে ডিজিটাল এনগেইজমেন্ট প্রকল্পের একজন সক্রিয় কর্মী ২৬ বছর বয়সী নারী যুব চ্যাম্পিয়ন মাতি সরেন। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বসবাসরত সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য গণকের ডাইং (গোদাগাড়ী, রাজশাহী) বলেন:

""এই প্রতিবেদন দেখিয়েছে যে কোভিড-১৯ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর অসম প্রভাব ফেলেছে। এই প্রতিবেদনটি আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে যে, জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের তৈরি এবং /অথবা নিরীক্ষাকৃত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর কোভিড-১৯ অতিমারির অনেক নেতিবাচক প্রভাবকে উপেক্ষা করেছে। সরকারি তথ্য-উপাত্তে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনুপস্থিতির ফলে তারা প্রায়শই জাতীয় কোভিড-১৯ সহযোগিতা কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে। কমিউনিটি ও সিভিল সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য আসলে সরকারি তথ্যে উপেক্ষিত প্রান্তিক মানুষদেরকে দৃশ্যমান করার মাধ্যমে তাদের পরিস্থিতি ও মোকাবেলা কৌশলের উন্নতি ঘটাতে পারে। আমি আশাবাদী যে এই প্রতিবেদনের সুপারিশগুলোর আলোকে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনেরা আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক কোভিড-১৯ সহযোগিতা ও পূর্বাবস্থায় ফেরার কার্যক্রম শুরু করবে।"

সুলায়মান আবদুলমুমুনি উজাহ নাইজেরিয়ার আবুজায় জন্মগ্রহণ করা ৪৪ বছর বয়সী একজন পুরুষ যিনি বাকপ্রতিবন্ধী অধিকারকর্মী ও জাতীয় প্রকল্প কর্মকর্তা। তিনি বলেন:

"প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যের অনুপস্থিতি, সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেসব গুরুতর সীমাবদ্ধতা ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন সেগুলো সরকারি তথ্যে সনাক্ত ও মোকাবেলা করতে না পারার কারণে সংকটকালে যেসব চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় তা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে, এই প্রতিবেদনটি সকল অংশীজনকে এসব সীমাবদ্ধতা ও বাধাবিপত্তি দূর করতে সজাগ হওয়ার আহবান জানিয়েছে এবং সরকার কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক কর্মসূচি ও নীতিমালা করতে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছে। কোভিড-১৯ কেন্দ্রিক সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সব অংশীজন প্রতিবেদনের সুপারিশমালা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবে এই প্রত্যাশা করছি।"

ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি নগরের ৮১ বছর বয়সী নারী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকারের স্বপক্ষে প্রচারক ভাপ্পু তাইপাল বলেন:

নাগরিকদের এবং দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করতে বিভিন্ন দেশের সরকার কোভিড-১৯-এর সবচেয়ে ভালো সমাধান খোঁজার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। অবশ্য, কোভিড-১৯ সবার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। নর্ডিক দেশগুলোতে, প্রবীণ ব্যক্তিরা বেশিরভাগই একা -একা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করেন, কেউ তাদের দেখতে আসে না। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো এই সময় 'ছায়া অতিমারি' বা পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংকট তৈরি হয়েছে, যা মোকাবেলার চেষ্টা করা হচ্ছে না। সেটা হলো, প্রবীণ ব্যক্তিরা মানুষের সংস্পর্শ বঞ্চিত থাকছে। এক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলো প্রবীণ ব্যক্তিদের অতিমারির অভিজ্ঞতা ধারণ করেছে যাতে অতিমারি মোকাবেলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানে এবং পুর্নগঠন প্রক্রিয়ায় দিকনির্দেশনা দিতে সুবিধা হয়।"

আমাদের সুপারিশমালা

সরকারের কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলো অবশ্যই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পূরক ও সহায়ক হতে হবে, যেন অসমতা আর বৃদ্ধি না পায় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বিঘ্ন না ঘটে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অসমতা আরো বৃদ্ধি পাওয়া প্রতিরোধ করতে সিভিল সোসাইটি কোলাবোরেটিভ অন ইনক্লুসিভ কোভিড-১৯ ডেটা (Civil Society Collaborative on Inclusive COVID-19 Data) এই আহবান করছে যে,

কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য কমিউনিটি ও সিএসও এর তথ্য ব্যবহার করা।

স্বল্প-মেয়াদী

জাতীয় কোভিড-১৯ টাস্কফোর্স ও এ ধরনের সরকারি সমন্বয়কারী সংস্থাকে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন, ও পর্যবেক্ষণের জন্য কমিউনিটি ও সিএসও'র কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে ।

স্বল্প-মেয়াদী

কমিউনিটি এবং সিএসও কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট তথ্য আদানপ্রদান ও বিনিময় বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি তারা গবেষণা পদ্ধতি, এর সীমাবদ্ধতা ও শক্তির দিক নিয়ে স্বচ্ছ আলোচনা উৎসাহিত করবে।

অফিসিয়াল তথ্য পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট বিভাজিত তথ্যের মাধ্যমে অসমতা চিহ্নিতকরণ, মোকাবেলা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

স্বল্প-মেয়াদী

সরকারি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস, এনএসও (National Statistical Offices (NSOs) বয়স, প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ, ভৌগোলিক অবস্থান, আয়, অভিবাসন/ স্থানচ্যুত অবস্থা, জাতি বা স্থানীয় ও দেশীয় প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভাজিত ভাবে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত, মৃত্যু ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রতিবেদন তৈরি করার প্রক্রিয়া জোরদার করবে।

দীর্ঘ-মেয়াদী

NSOs অন্যান্য সরকারি বিভাগগুলোর সাথে সমন্বয় করে সরকারি তথ্য ব্যবস্থাকে জোরদার করবে যাতে সিভিল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা, বিভাজিত তথ্য ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার আরো শক্তিশালী হয়, যেন তা অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় ও ভবিষ্যত সংকটের জন্য প্রস্তুত থাকে।

সরকার, কমিউনিটি এবং সিএসওগুলোর মধ্যে অংশীদারত্ব ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা যাতে কমিউনিটি ও সিএসও'র তথ্য ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়।

স্বল্প-মেয়াদী

এনএসও ঊর্দ্ধতন পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে কমিউনিটি ও সিএসও'র সাথে কাজ করার দায়িত্ব দিবে। যাতে সে কমিউনিটি ও সিএসও'র তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও যাচাই করতে, যাতে সেগুলো সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে করা বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদনের সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

দীর্ঘ-মেয়াদী

এনএসও ও অন্যান্য সরকারি বিভাগগুলো কমিউনিটি, সিএসও অন্যান্য বেসরকারি তথ্য সংগ্রহকারীদের (যেমন মানবাধিকার সংস্থা) সাথে তথ্য সংগ্রহ, বিনিময়, বিশ্লেষণ ও তথ্যের ব্যবহার করতে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যাতে সরকারি তথ্যের সাথে কমিউনিটি ও সিএসও'র তথ্য ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়।

দীর্ঘ-মেয়াদী

এনএসও, কমিউনিটি ও সিএসও একত্রে কাজ করবে যেন কমিউনিটি ও সিএসও'র তথ্যের জন্য একটি নির্দেশিকা ও গুণগত মান/মানদণ্ড নির্ধারণ করা যায়। যেন এ ধরনের তথ্য নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংকট মোকাবেলায় ব্যবহার করা যায়। কমিউনিটি ও সিএসও'কে তাদের তথ্যের গুণগত মান মূল্যায়ন ও তার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে।

কমিউনিটি এবং সিএসও তথ্য তৈরি ও আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক অফিসিয়াল তথ্য ব্যবস্থা বিকাশে বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করা।

স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী

প্রান্তিকীকরণের মধ্য দিয়ে যাওয়া কমিউনিটিগুলোর পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য আরো দক্ষ, সুনির্দিষ্ট ও সহজে পাওয়া যায় এমন কর্মসূচি তৈরির জন্য, বিভিন্ন দেশের সরকার ও দাতাদের উচিত কমিউনিটি এবং সিএসও তথ্য সংগ্রহ উৎসাহিত করা, সহজতর করা ও তহবিল প্রদান করা।

দীর্ঘ-মেয়াদী

সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোকে এনএসও এবং সরকারি বিভাগগুলোতে তহবিল যোগান বাড়াতে হবে।

দীর্ঘ-মেয়াদী

তথ্যের গুণগত মান, তথ্য বিনিময় ও কাজে লাগানোকে জোরদার করতে এনএসও, কমিউনিটি এবং সিএসও'র মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দাতা সংস্থাগুলো সহায়তা করবে।

কোভিড-১৯-এর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে একটি ন্যায়সঙ্গত পথে অগ্রসব হতে এবং ‘কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না’ এই অঙ্গীকার পূরণে, এই যৌথ উদ্যোগ আহবান জানাচ্ছে যে,

ককোভিড-১৯-কেন্দ্রিক কার্যক্রমে ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বাজেট তৈরিতে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান।

স্বল্প-মেয়াদী

কোভিড-১৯ টাস্কফোর্স ও অনুরূপ সরকারি সমন্বয় সংস্থা প্রান্তিকীকরণের সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিদের অবস্থা বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পরিকল্পনা এবং সম্প্রতি গৃহীত সকল আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ কর্মকৌশলের গভীর পর্যালোচনা করবে।

দীর্ঘ-মেয়াদী

প্রান্তিকীকরণের সম্মুখীন হওয়া লোকেদের ওপর অতিমারির অর্থনৈতিক প্রভাবের আন্ত:বিভাজিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার ও উন্নত করবে।

দীর্ঘ-মেয়াদী

দেশের সরকার নিশ্চিত করবে যে, অর্থনীতিকে আগের ধারায় ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায় এবং কোভিড-১৯ কেন্দ্রিক আঞ্চলিক ও জাতীয় কর্মকৌশল, বাজেট ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় ‘কেউ পিছিয়ে পড়ে থাকবে না’ এই অঙ্গীকার পূরণ করা হবে। প্রান্তিকীকরণের সম্মুখীন হওয়া কমিউনিটিকে উদ্দেশ্য করে কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও পরীবিক্ষণ করতে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে আরো অংশগ্রহণমূলক বাজেট চক্র চালু করা।

কোভিড-১৯ কার্যক্রম ও পুনর্গঠন পদক্ষেপ, দীর্ঘমেয়াদী নীতি ও কর্মসূচির ব্যাপারে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া।

স্বল্প-মেয়াদী

জাতীয় কোভিড ১৯ টাস্কফোর্স ও এ ধরনের সরকারি সমন্বয়কারি সংস্থা কমিউনিটি এবং সিএসও’র সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিমূলক পদ্ধতি গড়ে তুলবে যার মাধ্যমে যেসব জনগোষ্ঠী প্রান্তিকতার শিকার তাদের প্রতিনিধিদের চিহ্নিত করে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা যাবে।

দীর্ঘ-মেয়াদী

অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে এবং দেশের সরকারের সাথে সম্পর্ক জোরদার করতে, কমিউনিটির প্রতিনিধিবৃন্দ, সিএসও স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক স্তরের মধ্যকার সংযোগ ও সহযোগিতা জোরদার করবে।

দীর্ঘ-মেয়াদী

সরকারি বিভাগগুলো কমিউনিটির সাথে যৌথভাবে একটি সমন্বয় গড়ে তুলবে যার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচির পরিকল্পনা, অর্থবরাদ্দ, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রান্তিকতার শিকার জনগোষ্ঠীর পূর্ণ, কার্যকর ও সমান অংশগ্রহণ থাকবে।

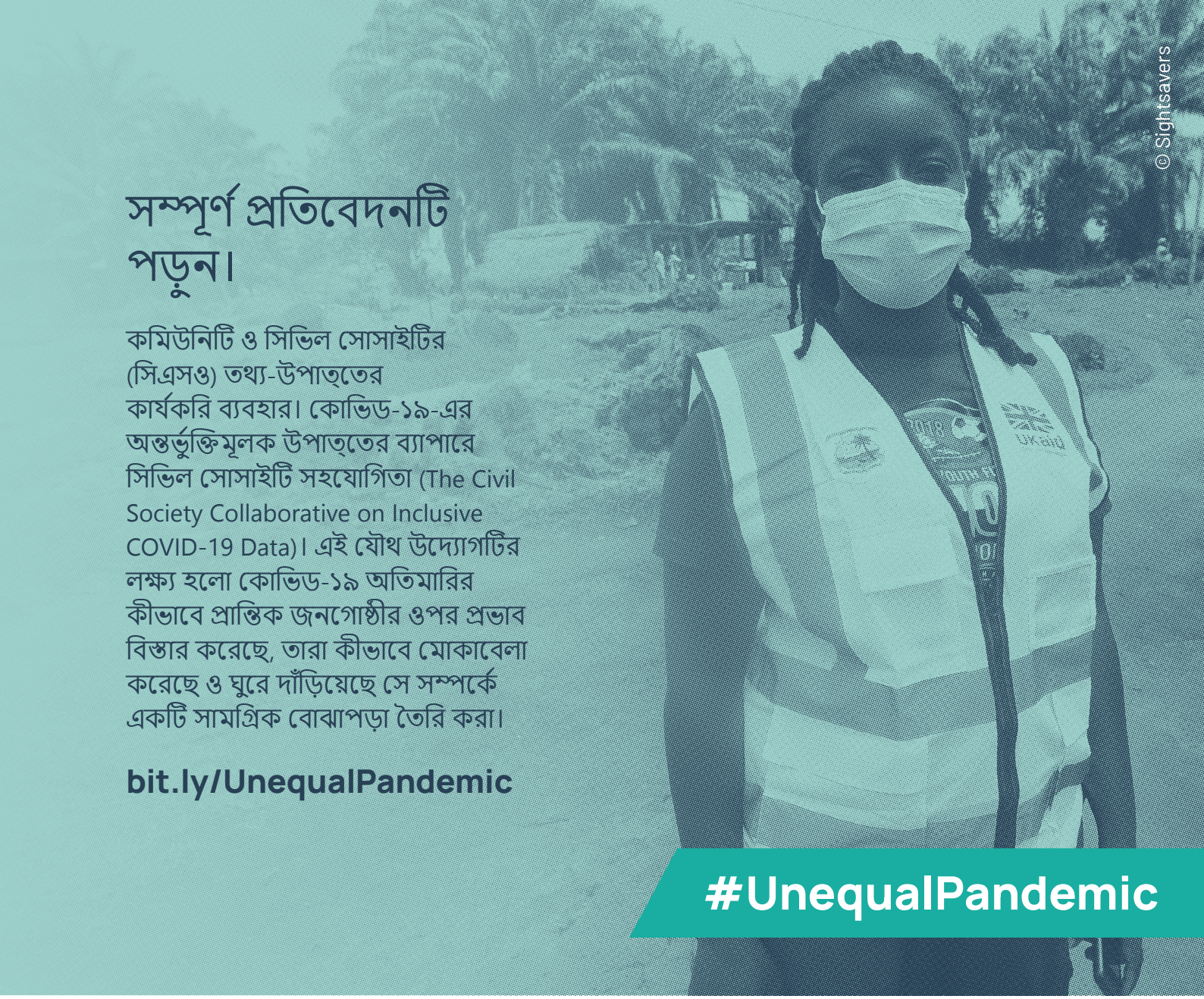

সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি পড়ুন।

কমিউনিটি ও সিভিল সোসাইটির (সিএসও) তথ্য-উপাত্তের কার্যকরি ব্যবহার। কোভিড-১৯-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক উপাত্তের ব্যাপারে সিভিল সোসাইটি সহযোগিতা (The Civil Society Collaborative on Inclusive COVID-19 Data)। এই যৌথ উদ্যোগটির লক্ষ্য হলো কোভিড-১৯ অতিমারির কীভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তারা কীভাবে মোকাবেলা করেছে ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বোঝাপড়া তৈরি করা।

bit.ly/UnequalPandemic

#UnequalPandemic

actionaid
AFRICA'S VOICES
cbm global disability inclusion
christian aid
CIVICUS
CONSORTIUM FOR STREET CHILDREN
development initiatives
Global Partnership for Sustainable Development Data
HelpAge International
igh George and Tanya Ruff Institute of Global Homelessness
iDMC internal displacement monitoring centre
International Civil Society Centre
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE
ISLAMIC RELIEF
peace direct
PLAN INTERNATIONAL
IMPACT Shaping practices Influencing policies Impacting lives
RESTLESS DEVELOPMENT
Save the Children
Sightsavers
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
VSO
World Vision